বিএসইসি নিউজলেটার
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
৩য় সংখ্যা | বর্ষ ২ | তারিখ : ২০/০৫/২০১৯খ্রি./ ০৬ জৈষ্ঠ্য ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) ও সৌদি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিএসইসি এবং রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানি'র মধ্যকার সমঝোতা স্মারক

০৭/০৩/২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ, জনশক্তিসহ কয়েকটি খাতে বিনিয়োগের জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে দুটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে যার মাধ্যমে দেশে বড় ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে তাঁর কার্যালয়ে সৌদি প্রতিনিধিদের সঙ্গে এসব চুক্তি ও সমঝোতায় সই করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি ও সংস্থার প্রতিনিধিরা।

চুক্তি দু'টির মধ্যে একটি সম্পাদন হয় ট্রান্সফর্মার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনে সৌদি কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের সঙ্গে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সুলতান আহমেদ ভূইয়া এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ বিন নাজিব আল হিজ্জি এই চুক্তিতে সাক্ষর করেন। এছাড়া বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি) এবং রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানি ক্যাবল উৎপাদনে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এবং রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মুস্তফা মোহাম্মদ রাফিয়া সই করেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য উন্নয়নে সৌদি আরব নতুন অধ্যায়ের সূচনায় আরো যে চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় তা হলো-

১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র (সোলার আইপিপি) নির্মাণে সৌদি আরবের আলফানার কোম্পানির সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) -এর চুক্তি। ইজিসিবি'র পক্ষে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুণ কুমার সাহা এবং আলফানার পক্ষে এর সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব খালিদ বিন কাবেল আল সুলামি চুক্তিতে সই করেন।

বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং সৌদি আরবের আল মাম ট্রেডিং এস্টেটের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ প্লান্ট নির্মাণে দেশটির ইউসুফ আল রাজি কনস্ট্রাকশন এস্টেটের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন।

'সৌদি-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব বায়ো-মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সৌদি আরবের আল আফালিক গ্রুপ (এএইচ গ্রুপ) ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

সৌদি কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের সঙ্গে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের চুক্তি

এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আহম মুস্তাফা কামাল, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ. কে আবদুল মোমেন, মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় জ্বালানি উপদেষ্টা জনাব তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ বিপু, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬/১১/২০১৮ তারিখে সৌদি বাদশাহ'র আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে মঙ্গলবার রিয়াদ সফর করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব শিল্প ও বিদ্যুত খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এই চুক্তি ও সমোঝতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যানের সাথে সৌদি প্রতিনিধির মতবিনিময় সভা

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান সৌদি প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় সভা করছেন

০৭/০৩/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সৌদি আরব ও বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এইচ এম মুস্তাফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবুল কালাম আবদুল মোমেন এবং সৌদি আরবের মাননীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী জনাব মাজেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কাসাবি এবং মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ বিন মেজইয়ে আলতাইজরিসহ উভয় দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সৌদি প্রতিনিধির সাথে বিএসইসি'র চেয়ারমান জনাব মিজানুর রহমান বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের মত বিনিময় সভা

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ দুপুর ১২ টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি'র সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবন্দ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিল্পসচিব জনাব মোঃ আবদুল হলিম মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম, সরকারের প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনী ইশতেহার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কার্যক্রম ও পরিকল্পনা মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করেন। এসময় কর্মকর্তারা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেন, চতুর্থবারের মতো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছি। জাতির কাছে আমাদের অনেক অঙ্গীকার রয়েছে। আমাদের সামনে নির্বাচনী ইশতেহার রয়েছে। আমাদের সব ধরনের সাপোর্ট রয়েছে। আমাদেরকে জাতির প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। বিগত দিনে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এটিকে ধরে রাখতে হবে। মন্ত্রণালয়ে অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন। সবাইকে সম্মিলিতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ কিন্তু বাস্তবায়ন কঠিন। পরিকল্পনামাফিক কাজ কতে হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে আমরা জনগনের সেবক। সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। দুর্নীতির বিষয়ে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। এজন্য সবাইকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জানান এতগুলো কলকারখানা কেন উৎপাদনে যেতে পারবেনা। বন্ধ মিল কলকারখানা চালু করতে হবে। মন্ত্রণালয়েও সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তা রয়েছেন। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কেন অলাভজনক তার কারণ খোঁজে বের করতে হবে। কোন পদ্ধতিতে এগিয়ে গেলে লাভজনক হবে তা আমাদেরকে বের করে দিতে হবে। আমরা বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলবো। সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হবে। যেভাবেই হোক শিল্প মন্ত্রণালয়ের সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে। তবে ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের কাজ করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তাদেরকে ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থের সাথে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ দেখতে হবে। বেশি কাজের মাধ্যমেই ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হতে হবে।

ন্যাশনাল টিউবস লি.-এর ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৭"-এ্যাওয়ার্ড লাভ

শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি'র নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এবং এনটিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরীতে দ্বিতীয় বারের মতো অর্জন করল "ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৭". শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি-এর নিকট হতে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ আবুল খায়ের সরদার। উল্লেখ্য যে, ২৬/১০/২০১৬ তারিখে প্রগতির ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স এ্যাওয়ার্ড -২০১৫" এবং ১৮/০৪/২০১৮ তারিখে গাজী ওয়্যারস লি. এবং ইস্টার্ন কেবলস্ লি. "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স এ্যাওয়ার্ড -২০১৬" লাভ করেছিল।

নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৬টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৭ এর জন্য নির্বাচিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়। ১১ ডিসেম্বর রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে শিল্পমন্ত্রী এ পুরস্কার তুলে দেন।

২০১৭ সালের জন্য ছয়টি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, এনভয় টেক্সাইলস্ লিমিটেড ও বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড; মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে অকো-টেক্স লিমিটেড, বিআরবি পলিমার লিমিটেড ও ন্যাসেনিয়া লিমিটেড; ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রিমিয়াম সুইটস বাই সেন্ট্রাল, মেটাটিউড এশিয়া লিমিটেড ও আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে খান বেকেলাইট প্রোডাক্টস্ ট্রিম ট্যাক্স বাংলাদেশ; কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে অধরা পার্লার এন্ড স্পা ট্রেনিং সেন্টার, প্রীতি বিউটি পার্লার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড, করিম জুট মিলস্ লিমিটেড।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে এনপিও'র পরিচালক জনাব এসএম আশরাফুজ্জামানসহ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতা, মালিক, পেশাজীবী, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল টিউবস লি.-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস উদ্বোধন

ন্যাশনাল টিউবস লি.-এর ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার ভবন উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এবং বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান

ন্যাশনাল টিউস লি.-এ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার

ক্রেতাসাধারণকে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানে ন্যাশনাল টিউস লি.-এ ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। পূর্বে তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন, প্যাকিং লিস্ট, ভ্যাট চালান, গেইট পাশ ও সরবরাহ চালন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনে ক্রেতাকে বিভিন্ন ডেস্কে যেতে হতো। এ কারনে ক্রেতাসাধারণের সময় অপচয় এবং কষ্ট পোহাতে হতো। বর্তমানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হওয়ায় ক্রেতা সরাসরি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করবেন। ক্রেতা যদি মূল্য জানতে চান তাহলে তাকে তৎক্ষনিকভাবে মূল্য জানিয়ে দেয়া হবে। তারপর ক্রেতা যে সাইজের যে পরিমান মালামাল ক্রয় করতে চান তা স্টকে আছে কি না সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার থেকে চেক করে জানিয়ে দেয়া হবে। যদি ক্রেতা পূর্ব থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে মালামাল মূল্য জেনে কার্যাদেশ নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যক্রম প্রয়োজন পড়বে না। ক্রেতার চাহিদাকৃত মালামাল ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনপূর্বক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য বলা হবে। মালামালের মূল্য ক্রেতা ক্যাশ শাখায় না গিয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারেই পরিশোধ করবেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধি উক্ত অর্থ নিজেই হিসাব বিভাগে জমা প্রদানপূর্বক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের রশিদ প্রদান করবেন। এরই মধ্যে বিক্রয় বিভাগ বিক্রয় ভান্ডারকে ক্রেতার চাহিত মালামালসমূহ চেকিং এর জন্য প্রস্তুত করতে বলবেন। ক্রেতার উপস্থিতিতে মালামাল চেকিং সম্পন্ন হবে। মালামাল চেকিং শেষে সরবরাহ চালান, গেইট পাশ, ভ্যাট চালান সরবরাহ করা হবে এবং ক্রেতাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ক্রেতাবৃন্দের চাহিদা অনুযায়ী ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করতেও ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার থেকে সহযোগিতা দেয়া হয়।

শিল্প সচিবের ন্যাশনাল টিউবস লি. পরিদর্শণ

শিল্প সচিব ও বিএসইসি'র চেয়ারম্যান এর ন্যাশনাল টিউবস লি. পরিদর্শন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম ১৯/০২/২০১৯তারিখে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ করেন। শিল্পসচিবের সফরসংগী ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। শিল্প সচিব পরিদর্শণ শেষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও শ্রমিক প্রতিনিথির সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। শিল্প সচিব বলেন, রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে এবং এপিএ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি তাঁর নির্দেশনায় বলেন, ক্রমাগতভাবে লোকসান কমিয়ে প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারনে আরো সর্তক হওয়ার নির্দেশ দেন। বিএসইসির পরিচালক অর্থ ও হিসাব নিয়ন্ত্রকের সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উৎপাদন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পুরাতন মেশিনের পরিবর্তে নতুন মেশিন স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। শিল্প সচিব প্রতিষ্ঠানের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করণীয় নির্ধারণ করে সমাধানের নির্দেশ দেন।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন অব্যাহত আছে। ক্রমাগতভাবে লোকসান কমিয়ে প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি করে বিপণন বিভাগকে শক্তিশালী করা হয়েছে। মাকেটিং টীম গঠন করা হয়েছে ও তদানুযায়ী বিপণন পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত বছর জানুয়ারী' ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত লোকসান ছিল ৪.৭৬ কোটি টাকা। বর্তমানে জানুয়ারী-২০১৯ পর্যন্ত লোকসান হ্রাস পেয়ে ৩.৪৭ কোটি টাকায় এসেছে। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারনের জন্য Cost Assign এর মাধ্যমে Cost Analysis করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারন করা হচ্ছে এবং বিষয়টির উপর সর্বাত্বক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উৎপাদন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পুরাতন মেশিন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে নতুন মেশিন স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮" পাইপ উৎপাদন মিলের পুরাতন ডিসি মটর ও ডিসি মটর ড্রাইভ ক্রয় করা হয়েছে। হাইড্রোটেস্ট মেশিনে প্রেসার সেট রের্কডার সংযোজন করাসহ মেরামত করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, এনটিএল-এ শ্রমিক অসন্তোষ নেই। এখানে কর্মকর্তা ও সিবিএ প্রতিনিধি আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। ওভারটাইম কমানো সহ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ন্যূনতম ১০% কমিয়ে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, এপিআই অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা তদারকির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয়ের নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সহযোগিতা চেয়ে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিও লেটার প্রেরণের করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা অনুসরনপূর্বক সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

শিল্প সচিবের ন্যাশনাল টিউবস লি. পরিদর্শণ

রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর সিইও মোহাম্মেদ রাফিয়া ০৮/০৩/২০১৯ খ্রিঃ জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড পরিদর্শণ করেন। পরিদর্শণ কালে তিনি জিইএম কোং লি. এর প্রধান ভবন, উৎপাদন ভবনসহ উৎপাদন ধাপ সমূহ পর্যবেকক্ষণ করেন। এছাড়া তিনি ক্যাবল কারখানা স্থাপনের জন্য বিদ্যমান সম্ভাব্য খালি জায়গা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা, কর্মচারী, সিবিএ যৌথ সভায় অংশ গ্রহন করেন। জনাব রাফিয়া জানান ০৭/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানীজ এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সভায় জিইএম কোং লিঃ এর বর্তমান জনবল (শ্রমিক, কর্মকর্তা, কমচারী) সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেন। লোকবল নিয়োগ এবং ছাটাই সম্পর্কে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন এবং প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে অবগত হন। বিদেশী এক্সপার্ট নিয়োগ অথবা কনসালটেন্সির ব্যাপারে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (বিডা) এর নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর সিইও মোহাম্মেদ রাফিয়া'র জিইএমকো পরিদর্শণ

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ-এর সাথে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের সমঝোতা চুক্তি (MOU)

পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে বিভিন্ন কর্মপরিপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ ২৫-০৪-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর উপস্থিতিতে ব্রাক ব্যাংকের সাথে লিমিটেডের ১ বছর মেয়াদী সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করেছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, ব্রাক ব্যংকের হেড অব রিটেইল জনাব নাজনুর রহমান এটলাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আ.ন.ম. কামরুল ইসলামসহ উভয় পক্ষের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় ক্রেতারা এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড-এর উৎপাদিত মোটরসাইকেল Equated Monthly Installments (EMI) এর মাধ্যমে ১২ থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ মাসের কিস্তিতে ০% ইন্টারেস্টে ক্রয় করতে পারবেন।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ-এর সাথে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেড এর চুক্তি

১১-০২-২০১৯খ্রি. তারিখে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড ও টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আবুল কাশেম, টিভিএস অটো'র সিইও জনাব বিপ্লব কুমার রায়, বিএসইসি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আশিকুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী টিভিএস থেকে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড বছরে ১৫-২০ হাজার মোটরসাইলের সিকেডি অথবা সম্পুর্ন বিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করে তা এবিএল-এর নিজস্ব কারখানায় সংযোজনপূর্বক বিক্রয় করবে। টিভিএস ব্রান্ডের মোটরসাইকেল সরকারী, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি সহায্যপুষ্ট প্রকল্প এবং এনজিও গুলোর মধ্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) এবং উন্মুক্ত দরপদ্ধতিতে (ওটিএম), এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরাসরি মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, গত ২৪-০৫-২০১৮ খ্রি. তারিখে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি'র উপস্থিতে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ করপোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক করেছিল ।

ফিজিবিলিটি স্টাডি অব এগ্রো মেশিনারীজ প্রজেক্ট -এর সাম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সভা

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ও শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কমাল উদ্দিন আহমেদ এর উপস্থিতিতে সভা

২০/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখে বিএসইসি'র নিজস্ব জায়গায় কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার/হ্যান্ড ট্রাক্টর) উৎপাদন করাখানা স্থাপনের নিমিত্ত "ফিজিবিলিটি স্টাডি অব এগ্রো মেশিনারীজ প্রজেক্ট -এর সাম্ভাব্যতা যাচাই"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রাথমিক সভা বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কমাল উদ্দিন আহমেদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোঃ ইফতেখারুল আলম, ডীন ফ্যাকালটি অব এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মিহাজুল হক কাজল, চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রি স্টাটিকটিস প্রফেসর নুর মোঃ রহমতুল্লাহ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ মোমেনুল আহসান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র পরিচালক (অর্থ) জনাব আনিস-উল-হক ভূইয়া, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, এফএমপিই, বিএআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আইয়ুব হোসেইন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রি এক্সটেনসন (ডিএই) জনাব মোহাম্মদ রুবাইয়াত-উর-রহমান, কসমো ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সালটিং অ্যান্ড ইনডেন্টিং ফার্ম এর সিইও প্রকৌশলী মোঃ মফিজউদ্দিন, বিসিআইসি'র অসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (কনট্রাকশন) প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাসসহ বিএসইসি'র অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় আলোচনান্তে যে ৫টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় - ক. সম্ভাব্যতা যাচাই করার আগেই একটি work plan তৈরী করতে হবে খ. প্রতি ১৫ দিন অন্তর বিএসইসি ও শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সভা করবে গ. ৭ এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে Inception রিপোর্ট দাখিল করতে হবে ঘ. Inception Report প্রদানের পর মোট বিলের ২৫% প্রদান করা হবে এবং ঙ. নির্বাচনী ইশতেহার/২০১৮, সপ্তম- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ও জাতীয় শিল্পনীতির সহিত সমন্বয় করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। পরবর্তীতে ৩০/৪/২০১৯খ্রি. তারিখে বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে শেরে-বাংলা-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত Inception Report এর উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শেরে-বাংলা-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্ট Inception Report উপস্থাপন করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বিশেষকরে Inception Report Gi proposed project objectives এবং deliverables of assignment সংশোধনপূর্বক পুনরায় দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে শেরে-বাংলা-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় Report সংশোধনপূর্বক ০২/০৫/২০১৯ তারিখে তা বিএসইসি কার্যালয়ে দাখিল করেছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। উল্লেখ্য যে, কার্যক্রমটি সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার একটি অংশ।

বিএসইসি'র নিজস্ব জায়গায় রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত

রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারগণের সাথে মতবিনিময় সভা করছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান, বিএসইসি জনাব মিজানুর রহমান -এর সভাপতিত্বে গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ শিল্প এলাকায় কাঠালদিয়া মৌজায় বিএসইসি'র নিজস্ব জায়গায় রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, প্রধান বয়লার পরিদর্শক, মহাপরিচালক- ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, বিভাগীয় প্রধান-কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট, যুগ্ম প্রধান-পরিকল্পনা অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর, পুলিশ কমিশনার, জিএমিপ, পুলিশ সুপার, শিল্প পুলিশ, গাজীপুর, উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, টংগী, বাংলাদেশ এসিড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধীবৃন্দ এবং বিএসইসি'র পরিচালকবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করনে। সভায় রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। উপস্থাপিত প্রকল্প প্রস্তাব বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মতামত প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত প্রতিধিবৃন্দ রাসায়নিক দ্রব্যাদির শ্রেণী অনুযায়ী দ্রব্য রাখার ব্যবস্থা উপযোগী নিরাপদ গুদাম নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গুদাম এলাকায় ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স-এর স্টেশন, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিবেশ দুষন রোধে অস্থায়ী ইটিপি বা পরিবেশ দুষন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি রক্ষনাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষেণের ব্যবস্থা থাকার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ২৫/০৪/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আ. শ. ম. ইমদাদুদ দস্তগীর উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৮/০৫/২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্টেকহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান

এছাড়া EIA (Environmental Impact Assessment) ছাড়পত্র প্রদানের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান হিসেবে অনুমদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চকবাজারের চুড়িহাট্টায় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘঠিত অগ্নিকাণ্ডে অর্ধ শতাধিক মানুষের মৃত্যুর পর পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম সরানোর উপর জোর দেয় সরকার। তার ধারাবাহিকতায় সরকারী নির্দেশানা অনুযায়ী এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৫ দিনব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণকর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন

১৯-০৪-২৫ খ্রি. তারিখে বিএসইসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে "অফিস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। সচিব মহোদয় ইনোভেশন ও শুদ্ধাচার বিষয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ইনোভেশনের প্রাথমিক ধারণা, বিএসইসি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতিতে ইহার প্রয়োগ ও ভূমিকা, শুদ্ধাচারের প্রাথমিক ধারণা এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কর্মকর্তাদের ভূমিকা। সরকারি ক্রয় আইন; সরকারি ক্রয় বিধিমালা; বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন-২০১৮, সচিবালয় নির্দেশমালা ইত্যাদি বিষাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি, সমস্যা সনাক্তকরণ, প্রকল্প বাছাই, ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম, বিএসইসি কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, পেনশন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটির কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বিএসইসি।

৫ দিনব্যাপী "অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণকর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

সনদ বিতরণ করছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান

বিএসইসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ০২/০৫/২০১৯ তারিখে শেষ হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান বিএসইসি প্রশিক্ষণ লব্ধজ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানের আলোচনা শেষে প্রশিক্ষণাথীবৃন্দকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ শুরুর দিন প্রশিক্ষনার্থীদের একটি লিখিত এসেসমেন্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রশিক্ষনণের শেষ দিন পঠিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুনরায় একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতে দেখা যায় প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীর উল্লেখযোগ্য মান উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রথম জাতীয় শিল্প মেলায় বিএসইসি’র অংশগ্রহণ

জাতীয় শিল্প মেলায় বিএসইসি’র প্যাভিলিওন

দেশি পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় শিল্প মেলার আয়োজন করে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রথম জাতীয় শিল্প মেলায় বিএসইসি’র নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ০৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে- মোটর গাড়ী সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি., মোটর সাইকেল সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লি., বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন কেবলস লি., সুপার এনামেলড কপার তার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গাজী ওয়্যারস লি., বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোং লি., বৈদ্যুতিক বাল্ব উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন টিউবস লি., এপিআই, জিআই ও এমএস পাইপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লি., এমএস রড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. এবং শেভিং ব্লেড উৎপাদনকরী শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি. তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে।

দর্শনার্থী বিএসইসি’র পণ্য সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন

আয়োজিত শিল্প মেলায় বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, হস্ত ও কারু এবং হাইটেক শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সৃষ্টিতে সারাদেশের বিভিন্ন খাতের ৩০০ প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১১৬ জন নারী এবং ১০৭ জন পুরুষ রয়েছেন। মেলায় দেশে উৎপাদিত পাটজাত পণ্য, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়। একই সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, আইটি পণ্য, প্লাস্টিক ও সিনথেটিক পণ্য, হস্তশিল্প, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যারসহ অন্যান্য শিল্পের পণ্য প্রদর্শন করা হয়। ক্রেতা সাধারণের সুবিধার্থে মেলায় পণ্য বিক্রির সুবিধাও রাখা হয়।

মেলা প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা কর্নার রাখা হয়। এখানে সাধারণের জ্ঞাতার্থে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তামন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে তার সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবন ও কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে বর্তমানে শিল্প খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শনসহ বিশেষ করে গত দশ বছরে শিল্প খাতের অর্জন তুলে ধরা হয়। “চতুর্থ শিল্প বিপ্লব” শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মেলাটি সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

বিএসইসি ও অধীনস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

বিএসইসিকে শক্তিশালীকরণ, জাতীয় অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন, সরকারের নির্বচনী ইশতেহার ও এসডিজি বস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে ৫টি প্রকল্প যথাক্রমে ইস্টার্ন টিউবস লি. এর এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্লান্ট স্থাপন, গাজী ওয়্যারস্ লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ, বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি.-এর ডিসপোজেবল রেজর প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ এবং নিজস্ব অর্থায়ানে প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের RADP-তে বরাদ্দহীন অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় আরো ৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ হলো -ফিজিবিলিটি স্টাডি অব নর্দার্ন এগ্রো মেশিনারিজ প্রজেক্ট- বগুড়া, মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল এর ফিজিবিলিটি স্টাডি, পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোজেক্ট ইন এবিএল, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

প্রকল্পের নাম ঃ **এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্লান্ট ইন ইটিএল(ইস্টার্ন টিউবস লি.)**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাইটিং সামগ্রী তৈরী করা
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাইটিং সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করা
- পরিবেশ বান্ধব লাইটিং সামগ্রী তৈরী করা, উৎপাদন ব্যয় হ্রাসপূর্বক মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা
- কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা, কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের চাহিদা মোতাবেক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা

ফলাফল ঃ

- কারখানার অবকাঠামোগত উন্নয়ন/৬তলা বিশিষ্ট কারখানা ভবন নির্মাণ
- কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সংযোজন
- পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ সাশ্রয়
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জানুয়ারী'২০১৬ হতে ডিসেম্বর'২০১৯

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ

- প্রকল্পটি বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রথম এডিপিভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮.২৮ কোটি টাকা প্রকল্পটি সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পটি (১ম সংশোধিত) ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে ৯২% সম্পন্ন হয়েছে। কারখানায় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ আমদানী করা হয়েছে। ডিপিপিতে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর'২০১৯ এর আগেই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হবে এবং উৎপাদনে যাবে।

প্রকল্পের নাম ঃ **বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি.-এর ডিসপোসেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ডিসপোসেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন করা
- বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন করা

ফলাফল ঃ

- আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিনারিজ স্থাপন এবং বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা আধুনিকায়ন করে উন্নতমানের ডিসপোসেবল রেজর ব্লেড ও স্টেইনলেস স্টীল রেজর ব্লেড উৎপাদন
- প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্লেড স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য হবে এবং মূল্য স্থিতিশীল থাকবে
- প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং লাভজনক ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে
- প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে উৎপাদন অপচয় হার / প্রসেস লস কমিয়ে আনা আসা সম্ভব হবে
- নতুন অফিস ভবন তৈরি করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে
- জনসাধারনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে

প্রকল্প মেয়াদ ঃ অক্টোবর'২০১৮-সেপ্টেম্বর'২০২০

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ

- ২৫.০১ কোটি টাকা (জিওবি ৯০% ও নিজস্ব অর্থায়ন ১০%)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পটি ০৩/০২/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ২৪/০২/২০১৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ইওআই আহবান করা হয়েছে। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/৩/২০১৯ তারিখ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে পরামর্শক নিয়োগের জন্য সফল আগ্রহব্যক্তকারী প্রতিষ্ঠানদের-কে রিকয়েষ্ট ফোর প্রপোজাল (আরএফপি) প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ গাজী ওয়্যারস লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৫০ বছরের বেশি পুরাতন মেশিনারিজ প্রতিস্থাপন করে পরিবেশবান্ধব সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিনারী ও ডিজেল জেনারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাস করে অধিকতর লাভজনক করা।
- আধুনিক কারখানা ভবন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

ফলাফল ঃ

- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিনারী ব্যবহারের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদিত কপার ওয়্যারের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা যাবে।
- আধুনিক কারখানা ভবন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে
- উচ্চমান সম্পন্ন পণ্য স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য হবে। ফলে দেশে কপার ওয়্যারের দামে সহনশীল ও মানে উচ্চতর হবে
- প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎতের ব্যবহার ও উৎপাদন খরচ কমে আসবে
- উৎপাদিত পণ্যের গুনাগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি দূর করা যাবে

প্রকল্প মেয়াদ ঃ অক্টোবর'২০১৮-ডিসেম্বর'২০২১

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৮.৯৮ কোটি টাকা (জিওবি অর্থায়ন)

বাস্তবায় অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পটি ০৩/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৭/০৩/২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত ২০/২/২০১৯ তারিখ ইওআই আহবান করা হয়। ০৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে পরামর্শক নিয়োগের আরএফপি খোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত প্রস্তাবের কারিগরি মূল্যায়ন কাজ চলছে।

প্রকল্পের নামঃ প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৩৭ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১৪ তলা বাণিজ্যিক ভবন কাম সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ
- বিক্রয়কৃত গাড়ির বিক্রয়োত্তর সেবা এবং রক্ষণাবেক্ষন সক্ষমতা বৃদ্ধি
- বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো ও বার্ষিক মুনাফা বৃদ্ধি করা
- প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর চাহিদা পূরণের পর বাকী এরিয়া বাণিজ্যিক ভাবেব ব্যবহার করা

ফলাফল ঃ

- আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের ফলে গাড়ী ক্রেতা ও অন্যান্যদের দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে
- পিআইএল এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি বছর ১৫০০০ টি গাড়ির সার্ভিসিং সুবিধা প্রদান
- ১৪ তলা ভবনটির ২৬৪,০০০ বর্গফুট এলাকা বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা যাবে
- বিক্রয়কৃত গাড়ির বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নতি ঘটবে

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জানুয়ারি'২০১৬ থেকে জুন'২০২৩

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩৮৬.৮২ কোটি টাকা (নিজস্ব অর্থয়ান)

বাস্তবায় অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পটি ১৮/০২/২০১৯(১ম সংশোধিত) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, ভবনের ডিজাইন, ড্রইং এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত, শিল্প প্লটকে বাণিজ্যিক শ্রেণিতে রুপান্তর, রাজউক হতে বিশেষ প্রকল্প ও ভবন নির্মাণ ছাড়পত্র অনুমোদন, অর্থবিভাগ হতে আর্থিক ছাড়পত্র সনদ প্রাপ্তিসহ সিভিল এভিয়েশন হতে ৫০০ ফুট উচ্চতার ছাড়পত্র ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৭/০৫/২০১৯ তারিখে Invitation for Pre-qualification (IFT) বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পবিবেশ বান্ধব জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পবিবেশ বান্ধব জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাক সম্ভাবত্য যাচাইয়ে পরিবেশ বান্ধব শিপ ব্রেকিং শিপ ইয়ার্ড এবং মডেল প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী টেকসই শিল্প স্থাপন, পরিবেশগত ও সামাজিক দিক বিবেচনায় প্রকল্প স্থাপনের জন্য বরগুনা জেলার উপযুক্ত অবস্থান নির্নয়, হাইড্রোগ্রাফিক এবং ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় নেভিগেশনাল অবস্থা জনা, প্রাথমিক প্রযুক্তিগত নকশা, প্রাথমিক মাস্টার পরিকল্পনা, অ্যাক্সেস চ্যানেল এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ।

সম্ভাব্যতা যাচাই-এর ফলাফল ঃ

- প্রস্তাবিত প্রকল্প সাইটের অবস্থান নির্ধারণ (সামুদ্রিক এবং ভূমি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে)
- সাইটের হাইড্রোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া
- প্রকল্প স্থাপনের তৈরীর জন্য নকশা ভিত্তিতে (জাহাজের ধরন, চ্যানেল অবস্থা, জাহাজের কাঠামোগত চাহিদা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে)
- তথ্য সংগ্রহ এবং একটি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন তৈরী
- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ান (ইআইএ) পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী

প্রকল্প মেয়াদ ঃ অক্টোবর'২০১৮ হতে ডিসেম্বর' ২০১৯

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪.৯৮ কোটি টাকা (জিওবি অর্থায়ন)

বাস্তবায় অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পটি ১২/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৯/০১/২০১৯ তারিখ পরামর্শক নিয়োগের জন্য ইওআই আহবান করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের জন্য সফল আগ্রহব্যক্তকারী প্রতিষ্ঠানদেরকে গত ০৯/০৪/২০১৯ তারিখ রিকয়েষ্ট ফর প্রপোজাল (আরএফপি) প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আরএফপি জমা দেয়ার সর্বশেষ সময় আগামী ২১/০৫/২০১৯ তারিখ।

প্রকল্পের নামঃ পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতের শিল্প শ্রম নিবিড় শিল্প এবং এটি কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় প্রাক সম্ভাবত্য যাচাইয়ে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের মডেল প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী টেকসই শিল্প স্থাপন, পরিবেশগত ও সামাজিক দিক বিবেচনায় প্রকল্প স্থাপনের জন্য পটুয়াখালী জেলার উপযুক্ত অবস্থান নির্নয়, হাইড্রোগ্রাফিক এবং ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় নেভিগেশনাল অবস্থা জনা, প্রাথমিক প্রযুক্তিগত নকশা, প্রাথমিক মাস্টার পরিকল্পনা, অ্যাক্সে চ্যানেল এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ।

সম্ভাব্যতা যাচাই-এর ফলাফল ঃ

- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, জাহাজ নির্মাণের লেআউট প্লান্ট প্রণয়ন এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিস্তারিত তথ্য
- যৌক্তিক ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন
- প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্পেশিফিকেশন প্রস্তুত করা
- লেআউট প্লান্ট অনুসারে প্রকল্পের বিভিন্ন সিভিল এবং যান্ত্রিক উপাদানগুলির বিস্তারিত কাঠামোগত বিশ্লেষণ তৈরী
- প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণী (component-wise detail cost break-up) প্রস্তুত
- প্রকল্পের লেআউট অনুযায়ী পরারষ components এর কাঠামোগত ডিজাইন ও ব্যয় নির্ধারণ করা
- প্রস্তাবিত স্থানের হাইড্রোগ্রাফিক, ভূতাত্ত্বিক দিক এবং জলবায়ুর অবস্থা জানা
- প্রস্তাবিত স্থানের নেভিগেশনাল দিক অবহিত হওয়া
- অ্যাক্সেস চ্যানেলে সম্পর্কে অধ্যায়ন
- ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিদ্যমান জনসাধারণের পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত
- শিপ ইয়ার্ড ডিজাইনের জন্য (জাহাজের ধরন, চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা, জাহাজের কাঠামো সংক্রান্ত কাঠামো, শিপইয়ার্ডের আকার-এর ভিত্তিতে) অবস্থা জানা
- স্থানীয় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের জন্য স্লিপওয়ে প্রস্তুত
- প্রযুক্তিগত, আর্থিক এবং অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা নির্নয়
- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) পরিকল্পনা চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরী

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জানুয়ারী ২০১৯ - জুলাই ২০১৯

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪.৯৮ কোটি টাকা (জিওবি অর্থায়ন)

বাস্তবায় অগ্রগতি ঃ

- ৩১/০১/২০১৯ তারিখ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে জমির অনাপত্তি পত্র পাওয়া যায়। ২৭/০২/২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি'র প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য আনুসাংগিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখে পিএফএস তৈরিপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ০৫/০৪/২০১৯ তারিখ জমির ৮০টি খতিয়ান তোলা হয়েছে এবং অধিগ্রহণের কাজ চলমান। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি মানীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

প্রকল্পের নাম ঃ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল) এর পণ্যবহুমুখীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরণ ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২৭/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সুপারিশমতে এবিএল কর্তৃক প্রণয়নকৃত ডিপিপি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখে সংশোধিত ডিপিপি পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের জনবল কাঠামো অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের লক্ষ্যে কাঠামোসহ সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম ঃ ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড আধুনিকায়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)-এর বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. দীর্ঘ ২৫ বছর বন্ধ থাকার পর ০৭/০৫/২০১৮ তারিখে পুনরায় উৎপাদন চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালে পেঅফ ঘোষণা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি চালুকৃত অংশ ম্যানুয়্যাল পদ্ধতি, এর যন্ত্রপাতি/প্রযুক্তি অতি পুরাতন হওয়ায় পণ্যের মান, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনায় এবং বর্তমান প্রতিযোগীতার বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠানটি অধুনিকায়নের প্রয়োজন অনুভূতি হয়। সে প্রেক্ষিতে ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড আধুনিকানের প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে ০৩/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক প্রণয়নকৃত পিএফএস এবং প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মতে ০৮/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখে কমিটি পিএফএস-এর প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড কর্তৃক ০৯/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০২/০৫/২০১৯ তারিখে ডিপিইসি সভায় প্রকল্পটি গ্রহণের নীতিগত সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- **কার্যক্রম ঃ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ীর এসেম্বলিং প্লান্ট স্থাপন।**

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ীর এসেম্বলিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য কলসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে EOI আহবান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করাহয়। ০৭/০৫/২০১৯ তারিখে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসসমূহে Letter of Invitation এবং RFP (Request for Proposal) documents প্রেরণ করা হয়েছে।

- **কার্যক্রম ঃ ন্যাশনাল টিউবস লি.-এর ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড এর কারখানা আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারন কার্যক্রম।**

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

২৪-০৩-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এনটিএল কোম্পানী বোর্ডের ৫১৩তম সভায় "স্মার্ট পাইপ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং BMRE করণের জন্য ডিপিপি ও ফিজিবিলিটি স্টাডি'র নিমিত্ত এনটিএল, বিএসইসি ও এর অধিনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়পূর্বক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটি কর্তৃক BMRE এর ড্রাফট ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্পের উৎপাদনশীলতা

মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

মানুষ প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন কাঠ থেকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করে মানুষ কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করে না বরং কাঠের আকার পরিবর্তন করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে। উৎপাদন আর উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিভিন্ন পণ্য ও সেবাদি উৎপাদনে সম্পদ, শ্রম, মূলধন, ভূমি, কাঁচামাল, শক্তি ইত্যাদির দক্ষ ব্যবহার হিসাবে উৎপাদনশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অন্যদিকে উৎপাদনশীলতা বলতে আমরা বুঝি উৎপাদন এবং উপকরণের অনুপাত।

গাণিতিকভাবে, উৎপাদনশীলতা হলো উৎপাদন (Output) ও উপকরণ (Input) এ দু'য়ের অনুপাত অর্থাৎ

$$\text{উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{উৎপাদন}}{\text{উপকরণ (মূলধন,কাঁচামাল, শ্রমিক, জ্বালানি)}}$$

এছাড়াও গতকালের চেয়ে আজকে ভালো এবং আজকের চেয়ে আগামী দিন আরও ভালো যাবে এ ধরণের চিন্তা ভাবনা থাকা ও সে অনুযায়ী কাজ করা, সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা, প্রতিনিয়ত উন্নত মনের মনোভাব প্রকাশ, গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিছু ভাল মানের কাজ করাই উৎপাদনশীলতা।

উৎপাদনশীলতা হচ্ছে দক্ষতা ও কার্যকারিতার যৌথ প্রচেষ্টার ফল। একজন শ্রমিক বা যন্ত্র খুব দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। কিন্তু সেই কাজের যদি কোন কার্যকারিতা না থাকে তবে সেখানে উৎপাদনশীলতা শুন্য। ধরা যাক, একজন লোক টিউবওয়েল চেপে পানি দিয়ে কলস ভরার চেষ্টা করল। কিন্তু কলসটির তলায় ছিদ্র থাকায় তা ভরা গেল না। এখানে লোকটি দক্ষভাবে কাজ করা সত্বেও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। তাই উৎপাদনশীলতা হলো দক্ষতার সহিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সুফল পাওয়া। সুতরাং, উৎপাদনশীলতা = f (দক্ষতা ও কার্যকারিতা)

২. যে কোন দেশের টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা। বাংলাদেশে গত এক দশকে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং গত বছরে ৭.৮৬ শতাংশ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক যা দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় সর্বোচ্চ। বিশ্ব ব্যাংকের মতে গত দশকে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৩ শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে সম্ভব হয়েছে ।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসিফিক (ইউএন-এসকাপ) ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা বছরে আট হাজার মার্কিন ডলার। প্রতিবেদন অনুসারে এ অঞ্চলের শীর্ষে রয়েছে সিংগাপুর-যাদের শ্রম উৎপাদনশীলতা গড়ে একলক্ষ বত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার। শ্রমের উৎপাদনশীলতার দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা ১৪, পাকিস্তান ২০ ও ভারত ২২তম স্থানে রয়েছে। দেশ তিনটির শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ২০ হাজার, ১৮ হাজার ও ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশে এখনো অনেক কম। সে হিসেবে আমাদের দেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। উৎপাদন উপকরণ দক্ষভাবে ব্যবহার করা গেলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্যের সহায়তায় শ্রম উৎপাদনশীলতা নিরুপন করেছে। এনপিও বড় ৩টি অর্থনৈতিক খাত যথা কৃষি (Agriculture), শিল্প (Industry) ও সেবা (Service) এর পাশাপাশি ১৫ টি অর্থনৈতিক খাতের শ্রম উৎপাদনশীলতা নিরুপন করেছে। এনপিও কেবলমাত্র শ্রম উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করেছে, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা আরও ভাল ভাবে জানার জন্য মূলধন উৎপাদনশীলতা জানা জরুরি।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন একটি প্রতিষ্ঠানের তথা দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি। বাংলাদেশের Gross Domestic Product (GDP) পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বছরই আমাদের এউচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে GDP ছিল

৪৫,৭৯,১২১ যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯৮,১৫,২৮৯। Asian Productivity Organisation (APO) কর্তৃক বিভিন্ন প্রকাশনায় দেখা যায় শ্রম উৎপাদনশীলতা Level বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে শ্রম উৎপাদনশীলতার Level ৪.৪ ছিলো। ২০১১ তে ৪.৪, ২০১২ তে ৬.০, ২০১৩ তে ৭.০, ২০১৪ তে ৭.৪, ২০১৫ তে ৭.৯ এবং যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৮.৬ হয়েছে। কিন্তু APO Productivity Data Book ২০১৮ এর তথ্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের এর শ্রম উৎপাদনশীলতা Level এর অবস্থান অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক নিম্নে। সিঙ্গাপুরের অবস্থান সবার উপরে যার শ্রম উৎপাদনশীলতা Level ১২৭.৮, ২য় অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র ১১৯.৬। হংকং ১১০.৫, জাপান ৭৮.৭, মালয়েশিয়া ৫৬.৪, পাকিস্তান ১৬.৪, ভারত ১৬ ইত্যাদি। বাংলাদেশের খবাবষ ৮.৬ এর নিচে অবস্থান করছে শুধু নেপাল ও কম্বোডিয়া ।

৩. উৎপাদনশীলতা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত একটি বাস্তবতা যার গুরুত্ব অনুভব করে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস হবে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস হলে পণ্যের দাম সহনশীল হবে, পণ্যের দাম সহনশীল হলে পণ্যের চহিদা বৃদ্ধি পাবে, পণ্যের চহিদা বৃদ্ধি পেলে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি ও সেই সাথে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি পাবে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে, মালিক অধিক প্রণোদনা ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ দিতে পারবে এবং প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ হবে, অধিক কর্মসংস্থান হবে, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে, ফলে সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নততর অবকাঠামো তৈরি করবে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে।

৪. জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের যেমন কোন বিকল্প নেই একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নূতন নূতন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি এ সকল কারখানায় দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও একান্তভাবে অপরিহার্য্য।

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় বিগত ২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উৎপাদনশীলতাকে "জাতীয় আন্দোলন" হিসেবে ঘোষণা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা হচ্ছে। সম্পদের সুষ্ঠ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমরা সহজে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে পারি। প্রত্যেকে যার যার কাজে মনোযোগ ও দক্ষতা বাড়িয়ে, অপচয় কমিয়ে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নই হতে পারে বাংলাদেশের উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি।

২০২১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্তি, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে কিরূপ বাংলাদেশ প্রত্যাশিত তৎসম্পর্কে বর্তমান সরকার জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন মেনিফেস্টোতে ভিশন ২০২১ প্রকাশ করেছিলেন যা এখন বাস্তবায়নের এজেন্ডা। এর সংগে সংগতি রেখে বিএসইসি তার প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার ও জনগনের প্রত্যাশানুযায়ী কাংখিত পর্যায়ে উন্নীত করণার্থে এগুলোর আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে সরকারের ঘোষিত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিদ্যমান স্থাপনাদির পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন এবং নতুন নতুন প্রডাক্ট উৎপাদনের কার্যক্রম (Product diversification) হাতে নিতে হবে যাতে করে প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে টিকে থাকে এবং সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সে বিবেচনায় স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিএসইসিকে শক্তিশালীকরণ, জাতীয় অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন, সরকারের নির্বচনী ইশতেহার ও এসডিজি বস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে ৫টি প্রকল্প যথাক্রমে ইস্টার্ন টিউবস লি. এর এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্লান্ট স্থাপন, গাজী ওয়্যারস্ লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ, বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টার লি.-এর ডিসপোজেবল রেজর প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ এবং নিজস্ব অর্থায়নে প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের RADP-তে অননুমোদিত বরাদ্দহীন ভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের তালিকায় আরো ৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ- ফিজিবিলিটি স্টাডি অব নর্দার্ন এগ্রো মেশিনারীজ প্রজেক্ট, বগুড়া, মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল এর ফিজিবিলিটি স্টাডি, পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোজেক্ট ইন এবিএল, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

বিএসইসি ও অধীনস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ
অতিরিক্ত সচিব
ও
পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিএসইসি

সকল প্রাতিষ্ঠানেরই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলে তো কথাই নেই। করপোরেট সেক্টর হিসেবে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বিএসইসিতে বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। আর সমস্যা না থাকলে কাজও থাকে না। বিএসইসি'র প্রশাসনও সমস্যা সমাধানে যথেষ্ঠ আন্তরিক এবং উদ্ভূত সমস্যা ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছন্নভাবে সমাধা করে যাচ্ছে। তবে এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা প্রচলিত আইন ও বিধির ফলে সৃষ্ট এবং সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সকল আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল আইন, বিধি, প্রবিধি সমভাবে প্রযোজ্য নয়। সমস্যাগুলোকে তিনটি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন- (১) প্রশাসনিক, (২) উৎপাদন কার্যক্রম ও মান নিয়ন্ত্রন, এবং (৩) আইন ও বিধিগত সমস্যা। প্রশাসনিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিষ্ঠানটির কিছু কিছু ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত নিয়োগ ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান না থাকায় সক্ষমতাজনিত সমস্যাটি প্রকট আকার ধারন করেছে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থনা পরিচালকবৃন্দ পর্যায়ক্রমে অবসরে যাচ্ছেন অথচ যোগ্য উত্তরাধিকারী না সৃষ্টি হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাহাকেও পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছেনা। উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিষ্ঠানটি পুরানো দিনের মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কারখানায় উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে এবং দীর্ঘদিন যাবত প্রতিস্থাপন, বিএমআর বা বিএমআরই হচ্ছেনা। এতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন দিনের পর দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ দুটি কারণে (উৎপাদনশীলতা ও মান) পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিনতর হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত বিএমআর/বিএমআরই ও প্রতিস্থাপনের জন্য প্রকল্প গৃহীত না হওয়ায় বর্তমানে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। যে সমস্যাটি বিএসইসি'র জন্য বর্তমানে টিকে থাকার উপর সরাসরি আঘাত হেনেছে তা হলো পণ্যের বিপণন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া। বিষয়টি নির্ভর করে পণ্যের গুণগতমান বজায় রেখে উৎপাদন ব্যয় বা Cost of Production কমিয়ে আনার উপর। বিএসইস'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্যের গুনগতমান বজায় রাখার ব্যাপারে কোন ধরনের ছাড় দিচ্ছেনা বটে, কিন্তু পণ্যের কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম প্রতিযোগিতার কারণে Prime Cost (Raw Materials & Direct Labour) বা মূখ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.০ ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনামূলকভাবে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে। সরকারি প্রতিষ্ঠনাকে পণ্য, সেবা, পূর্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ/২০০৬ এবং পিপিআর/২০০৮ অনুসরন করতে হয়। কিন্তু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে তা করতে হচ্ছেনা। ইহা অনস্বীকার্য যে, পিপিত্র ও পিপিআর এবং বর্তমনে প্রচলিত ইজিপি পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্ববোধ নিশ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিকদারের মুনাফা ও প্রকিউরমেন্ট ব্যয় যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে ক্রীত কাঁচামাল বা পণ্যের দাম বেশী পড়ছে। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল সুবিধা ভোগ করছে তা হলো-

২.১ সরাসরি পণ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয়ের ফলে মূল্য কম পড়ে এবং প্রকিউরমেন্ট খরচ হ্রাস পায়;

২.২ কাঁচামলের গুণগতমান শতভাগ ঠিক থাকে;

২.৩ অভিজ্ঞতা/টেকনলজি বিনিময় সহজতর হয়;

২.৪ যথা সময়ে পণ্য প্রকিউর করা সম্ভব হয়;

২.৫ পণ্য সরবরাহে লীড টাইম কমে আসে;

২.৬ সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত থাকে।

২.৭ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ইচ্ছেমত সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয়ের কারণে এ সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে। তাছাড়া ক্যাপিটেল মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয়ের কারণে আমদানিমূল্য কম পড়ে। এতে অবচয় বৎসর ভিত্তিক ধার্য্য হওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

৩.০ সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিল্প পণ্যের কাঁচামাল ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে পুংঙ্খানুপুঙ্খভাবে পিপিএ/পিপিআর অনুসরণের কারণে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তুলনামূলকভাবে নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়-

৩.১ পণ্য বা কাঁচামাল সরবরাহে স্বল্প সময়ের লীড টাইম প্রাপ্তির সূযোগ বঞ্চিত হয়। এতে সময়মত পণ্য প্রস্তুত করত: সরবরাহকরণ কঠিনতর হয়।

৩.২ প্রকিউরমেন্ট খরচ কমাতে পারেনা এবং সময় বাঁচাতে সক্ষম নয়।

৩.৩ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কাঁচামালের মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না।

৩.৪ ঠিকাদারের মুনাফা ও প্রকিউরমেন্ট খরচ বৃদ্ধি সংযুক্ত হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়;

৩.৫ তাছাড়া ক্যাপিটেল মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় তা সংগ্রহ করতে হয়। এতে ঠিকাদারদের মুনাফা, ভ্যাট/ট্যাক্স সংযুক্ত হওয়ার কারণে ক্যাপিটেল মেশিনারীর মূল্য বেশী পড়ে। বৎসর ভিত্তিক অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে অবচয় মূল্য অধিক ধার্য্য হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৪.০ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনকে পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর/২০০৮ অনুসরণ করে শিল্প পণ্যের কাঁচামাল উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রয় কার্য সমাপ্ত করতে হয়। এতে -

৪.১ বিশ্ববাজারে কাঁচামালের মূল্য হ্রাস পেলেও ইচ্ছা করলেও বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে না;

৪.২ উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া একটি সময় সাপেক্ষ বিষয় বিধায় পিপিএ ও পিপিআর- এ বর্ণিত সময় ক্রয় কার্যক্রমের জন্য ব্যয় করতে হয়;

৪.৩ কাঁচামালের অর্ডার প্রদান ও প্রাপ্তির লীড টাইম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সময়ের অপচয় হয়;

৪.৪ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের Syndication এর কারণে টেন্ডারমূল্য অধিক হতে পারে যা Cost of Production বৃদ্ধিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে;

৪.৫ কাঁচামালের গুণগত মানের বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না;

৪.৬ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঙ্খিত মুনাফা অর্জনে অক্ষম হয়ে লোকসানের সম্মুখীন হলে পরিশোধিত দ্বৈতকর ফেরত প্রাপ্তি সময় সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন Duty Pay Certificate, Audited Profit & Loss Account, Audited Balance Sheet, Year wise Accounts Statement ইত্যাদি দাখিলকরণ;

৪.৭ লোকসানি প্রতিষ্ঠানের দ্বৈতকর পরিশোধের পর ফেরত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিধায় পরিশোধিত অর্থের ব্যয় বাঁচানোর সুবিধা থাকে না;

৫.০ সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনামূলকভাবে যে সকল সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় তা হলো-

৫.১ উৎপাদন পর্যায়ে কাঁচামাল ক্রয় ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে কাঁচামালের মূল্য হ্রাসের সুযোগ নিতে পারে;

৫.২ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানসমূহ যেহেতু তাদের পণ্যের উৎপাদন খরচে মিতব্যয়ীতা আনয়ন করতে পারে সেহেতু পণ্যের উৎপাদন খরচ কমিয়ে বাজার প্রতিযোগিতায় বিক্রির মাধ্যমে

লাভবান হয়। তাই দ্বৈতকর ফেরত প্রাপ্তিতে তাদের Capital Blockage- এর প্রশ্ন আসে না;

৫.৩ সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এক বা একাধিক শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য Mandate বা এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ঝুঁকি বন্টনের সুযোগ সীমিত। অপর দিকে প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বল্প সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পণ্য উৎপাদন করে তাঁদের ঝুঁকি বন্টন করতে পারে;

৫.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা অধিক। তাদেরকে জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হয়। অপর দিকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান বাজার থেকে সহজে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস করতে পারে;

৫.৫ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ই-জিপি প্রয়োগ করেও অনেক সময় উপযুক্ত দরপত্র পাওয়া যায় না। পুন:পুন: দরপত্র আহবান করতে হয়। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে এ ঝুঁকি থাকে না এবং এতে সময় বেচে যায়, ব্যয়ও হ্রাস পায়;

৫.৬ উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে টেন্ডার সিকিউরিটি ও পারফরমেন্স সিকিউরিটির নির্দেশ থাকায় ঠিকাদারবৃন্দ এ সকল জামানতের অর্থ ফেরত প্রাপ্তির সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে টেন্ডারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে টেন্ডার দাখিল করে। এটিও ক্রীত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির আর একটি কারণ;

৫.৭ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিপণন কৌশলের আওতাধীন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন পণ্যের বিশেষ মূল্য ছাড় দিতে পারে। অপরদিকে যে কোন সময় পরিস্থিতি বুঝে মূল্য বৃদ্ধিও করে থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি করতে হয় বিধায় এটি সময় সাপেক্ষ হওয়ায় কৌশল প্রয়োগের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

৬.০ **পিপিএ ও পিপিআর এর অনুশাসন।**

৬.১ বিএসইসি'র আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পিপিএ এর ৩৬ ধারা ও পিপিআর এর ৮৯ বিধি অনুযায়ী প্রেমওয়ার্ক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে শিল্প পণ্যের কাঁচামাল সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করত: আমদানি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কাঁচামালের মূল্য নির্ধারণ করত: প্রথমে এমওইউ, তারপর কৌশলগত এগ্রিমেন্ট এবং পরে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে এমওইউ করতে হয় বিধায় এটিও কিছুটা সময়সাপেক্ষ এবং পদ্ধতিগত কারণে তাৎক্ষনিকভাবে তা করা যায় না। তাছাড়া পিপিএ/২০০৬ এর ৩৬ নম্বর ধারার (১) উপধায়ার বলা হয়েছে যে "ক্রয়কারী এক বা একাধিক সরবরাহকারী বা দরপত্রদাতাগণের সহিত কোন উন্মুক্ত বা সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।" আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। আর একক সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও এতে প্রকিউরমেন্ট খরচসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধি পাবে।

৬.২ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সুযোগটি গ্রহণ করতে পারে তাহলো "সরকারি সংস্থাসমূহ একটি গ্রুপ গঠন করে একটি সংস্থাকে প্রধান সংস্থা হিসেবে ক্রয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পন করতে পারে এবং ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় উক্ত সংস্থা সরাসরি ক্রয়াদেশ প্রদানের অধিকার প্রদান করতে পারে।" এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত এবং আলাদা স্বত্ত্বার অধিকারীও সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন বিধায় গ্রুপ গঠনের বিষয়টি বাস্তব সম্মত নয়।

৬.৩ বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ LME (London Metal Exchange) মূল্যে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করতে সমর্থ হলে কাঁচামালের মূল্য কম পড়বে এবং Cost of Production বা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। তাছাড়া বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কাঁচামাল LME - এর আওতাভুক্ত নয়। LME এর আওতাভুক্ত কাঁচামাল ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো- (ক) Dacca Steel Works Ltd. এর চরম Iron (খ) Gazi wires Ltd. এর কাঁচামাল (গ) Easter Cables Ltd. এর কাঁচামাল (ঘ) General Electric Manufacturing Company Ltd. এর কাঁচামাল (ঙ) National Tubes Ltd. এর কাঁচামাল ও (চ) বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ এর স্টেইনলেস স্টীল রেজর ব্লেড স্ট্রীপস। অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন (১) এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড, (২)

ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড (৩) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর কাঁচামাল LME এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু যেহেতু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ করে টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে এবং যেহেতু উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীর নিকট প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মত সরাসরি কাঁচামাল ক্রয় করতে আইনগতভাবে সমর্থ নয় সেক্ষেত্রে দরদাতার মুনাফা গুনতে হয়।

৭.০ বিএসইসি ও এর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উপরে বর্ণিত সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে-

৭.১ প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৭.২ তাৎক্ষণিকভাবে Working Capital এর সংস্থানের জন্য বিএসইসি বা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্পহারের সুদে ঋণ গ্রহণ;

৭.৩ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মত শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে কাঁচামাল ক্রয়ের সুযোগ প্রদান;

৭.৪ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে কমিটিকে সার্বক্ষণিক নজরদারীর ক্ষমতার্পণ;

৭.৬ শিল্প পণ্যের কাঁচামাল ক্রয়ের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে পিপিএ/পিপিআর- এর প্রভিশন সংশোধন/সংযোজন;

৭.৭ যুগপযোগী বিপণন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কারখানার কাঁচামাল ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র প্রয়োগের কারণে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া ক্যাপিটেল মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রেও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের কারণে অধিক পরিমানে আমদানি মূল্য পরিশোধ করতে হয়। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের কারণে সময়ের বিষয়টি বিবেচ্য বিধায় মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। পিপিএ/পিপিআর এর বাধ্যবাধকাতা বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। তাই বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিল্প পণ্যের কাঁচামাল ও ক্যাপিটেল মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে একটি কমিটির সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রেখে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির সুযোগ দেয়ার জন্য পিপিএ/পিপিআর-এ প্রয়োজনীয় প্রভিশন রাখা যেতে পারে। আর বিএসইসি'র কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং তা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চালু রাখতে হবে।

ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড
(শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর একটি প্রতিষ্ঠান)
৭৬-৭৮, টঙ্গীশিল্পএলাকা, গাজীপুর-১৭১০
Website: dswl.gov.bd

ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দীর্ঘ ২৪ বছর পর পুনরায় চালু হওয়া সরকারী মালিকানাধীন একমাত্র এম,এস রড, স্কয়ারবার, ফ্ল্যাটবার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান **ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লিঃ**-এর উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিক্রির লক্ষ্যে আকর্ষণীয় কমিশনে সারাদেশব্যাপী ডিলার নিয়োগ চলছে। ডিলার হতে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লিঃ বরাবর ট্রেড লাইসেন্স, টিন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটসহ আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগঃ
ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড
৭৬-৭৮, টঙ্গীশিল্পএলাকা, গাজীপুর- ১৭১০
ফোন- ০২ ৯৮১০০২৩, মোবাইল- ০১৬৭১৮১৯৬৩৩
ইমেইল- info@dswl.gov.bd, sales@dswl.gov.bd

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিমিটেড
(শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর একটি প্রতিষ্ঠান)
২৬৫, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর-১৭১০
Website: bbfl.gov.bd

ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আইএসও ৯০০১ঃ২০১৫ সনদপ্রাপ্ত ও বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ এ বৃটিশ কারিগরী সহায়তায় উৎপাদিত উন্নত, গুনগতমান সম্পন্ন 'সোর্ড' ষ্টেইনলেস রেজর ব্লেড দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিক্রয়ের লক্ষ্যে কমিশন ভিত্তিক ডিলার নিয়োগ চলছে। আগ্রহীদেরকে নিম্নল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগঃ
বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিমিটেড
২৬৫, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর-১৭১০
ফোন/মোবাইল ঃ ০২-৯৮১৭০১৫-১৮, ০১৭৩২-১৭১৫৮৫,
০১৭১১-৯৪৮৮৪৬, ০১৯২৪৮৪৪৮৯০
০১৭১২-১০০৭৮৯,০১৭১৬৮০৮৪৮০
ই-মেইল bbfl.bd@gmail.com

মোঃ আশরাফুল আলম
সিস্টেম এনালিস্ট
ও
বিভাগীয় প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
এমআইএস ও আইসিটি বিভাগ, বিএসইসি

নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে। এর মাধ্যমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদনব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি - সব মিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ মূলত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ সেই স্বপ্ন পূরণ করবে। ডিজিটাল বাংলাদেশএকটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন, যা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে জনগণের গণতন্ত্র নিশ্চিত করা, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রিক উন্নতি, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি না করা। এপ্রেক্ষিতে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, সিভিল সার্ভিস এবং ব্যবসায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে।

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (জাতীয়করণ, দ্বিতীয় সংশোধনী)-এর বিধানবলে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ স্টীল মিলস্ করপোরেশনকে একীভূত করে ০১/০৭/১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) গঠিত হয়। বর্তমানে আইনটি বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই বিএসইসিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল। দাপ্তরিক কাজে টাইপের ক্ষেত্রে প্রথম হতেই টাইপ রাইটার মেশিন ব্যবহারের প্রচলন ছিল। ১৯৮৫-১৯৮৭ সালে বিএসইসি'র বিভিন্ন হিসাব সংক্রান্ত কাজগুলি তৎকালীন BMDC যা বর্তমানে BIM নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠান হতে সম্পাদনের কাজ শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে বিএসইসিতে কম্পিউটার স্থাপন করা হলে হিসাব সংক্রান্ত কাজগুলি নিজস্ব কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্পাদনের কাজ শুরু হয়। নব্বই দশকে বিএসইসি দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সে সময় হতেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহারের নিমিত্ত Dial up Connection এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু করা হয়। বর্তমানে বিএসইসিতে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৩৫ Mbps গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে। বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ-শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য মোট ৭৮ টি কম্পিউটার রয়েছে। প্রত্যেকটি কম্পিউটারেই ইন্টারনেটসহ ল্যান সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- স্টেনোটাইপিস্ট পদে নিয়োগ বন্ধপূর্বক স্টেনোটাইপিস্ট পদে বর্তমানে কর্মরত সকলকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে রূপান্তরকরণ ;
- আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা এবং সকল আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরি পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ ;

- আইসিটিতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীতে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রেরণ ;
- বিএসইসি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত/প্রচার করার নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ৯ (নয়)টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয় ;
- উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ;
- প্রত্যেক বিভাগ/শাখায় কম্পিউটারের ব্যবস্থাকরণ;
- ফাইল আদান-প্রদান এবং প্রিন্টার শেয়ারের নিমিত্ত প্রত্যেক কম্পিউটারের মধ্যে ল্যান (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) সংযোগ স্থাপন;
- প্রগতির উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাগণের সুবিধার্থে অনলাইনের মাধ্যমে চাহিদাপত্র পেশের ব্যবস্থাকরণ;
- বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার (ই-নথি সিস্টেম) সফল বাস্তবায়ন;
- আওতাধীন চালু ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম চালুকরণ;
- প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদন ও স্বচ্ছতা আনয়নে ই-জিপি সিস্টেম চালুকরণ;
- বিএসইসি'র অফলোডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণের ব্যাংক হিসাব নম্বরে BEFTN (Bangladesh Electronic Fund Transfer Netwok)-এর মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য ডিজিটাল বিপননে ই-মেইল মার্কেটিং, ফেসবুক মার্কেটিংসহ অনলাইন মার্কেট প্লেসে অন্তর্ভুক্তকরণ;

সর্বোপরি নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তায়নের সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে সংস্থার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জাবিহিতা নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সেবা সহজীকরণ এবং একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা সিস্টেম গড়ে তুলতে বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে একটি Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

কমার্শিয়াল স্পেস ভাড়া হবে

আপনি কি আধুনিক ও সুপ্রশস্ত পরিসরে নিরিবিলি পরিবেশে রাজধানীর প্রাইম লোকেশনে অফিস নেয়ার কথা ভাবছেন ?

আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ২৪ ঘন্টা লিফ্ট সুবিধা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সম্বলিত ও সার্বক্ষণিক গাড়ী পাকিং সুবিধাসহ তুলনামূলক কম রেটে আধুনিক ও প্রশস্ত ফ্লোর স্পেস ভাড়া প্রদান করা হবে।

তাহলে চিন্তা না করে, আজই যোগাযোগ করুন-

স্থানঃ বিএসইসি ভবন

ঠিকানা ঃ ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

যোগাযোগ ঃ ০২-৪৮১১০৬৭২, ০১৮৭২-৮০১৮৬৬, ০১৭১০-৭৫৮৮১৭, ০১৭১৪-৩৩৬৭৮৮।

এক নজরে বিএসইসি'র চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৯.৬২ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ১১০.৩১ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৬৭ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ জংশেন ব্রান্ড মটর সাইকেল
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৭০০০
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮০ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ০.৮৯ একর
- ✓ মূলধন ঃ ০৪.০০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৭৮ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সোর্ড ব্লেড (শেভিং ব্লেড)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩.৭৫ কোটি পিছ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ বিএসটিআই সনদ প্রাপ্ত, ISO9001 ঃ 2008

ন্যাশনাল টিউবস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৪.৩১ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৪৪.৬৭ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২০২ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এপিআই, এমএস ও জিআই পাইপ
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১০০০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ এপিআই এবং আইএসও ৯০০১ঃ২০০৮ সনদপ্রাপ্ত

ইস্টার্ন টিউবস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.০২ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৩৩ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন ওয়াটের টিউব লাইট, সিএফএল বালব, এলইডি বালব
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ টিউব লাইট ৪.৮০লাখ ও সিএফএল বালব ১.৫ লাখ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ BSTI, ISO9001 ঃ 2008

ইস্টার্ন কেবলস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৭ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৭২,১৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৩২ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৪৫০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ জার্মান ষ্ট্যান্ডার্ড, ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও ISO9001 ঃ 2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ড
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৪.৭৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২৮.৮৩ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৩৪০ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ প্রকার যানবাহন
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৩০০টি যানবাহন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

গাজী ওয়্যারস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৩.৮৯ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.৮০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৫৭ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সুপার এনামেল তামার তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৬০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড, যা ISO9001ঃ2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৯ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১০০.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৮২.০৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৩৪ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিতরণ ও পাওয়ার ট্রান্সফরমার (৫ এমভিএ পর্যন্ত), এইচটি ও এলটি সুইচগিয়ার, বিতরণ প্যানেলস, ড্রপ আউট ফিউজ, লাইটনিং এ্যারেষ্টর, ইত্যাদি)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৮৭৫ টি
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আইএসও ৯০০১ ঃ ২০১৫

ঢাকা স্টীল ওয়ার্কর্স লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ বন্ধ হয় ঃ ১৯৯৪ সালে
- ✓ পুনরায় চালুকরণ ঃ ০৮/০৭/২০১৮
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৭.০০ বিঘা
- ✓ মূলধন ঃ ২.৫০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৯ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এমএস রড
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩০০০ মেঃ টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ বিএসটিআই মান

"সরকারি যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ)-এর সংযোজিত গাড়ী ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান"

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

"এখন হতে সকল সরকারি procurement-এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল না পাওয়া গেলে বাহির থেকে ক্রয় করা যাবে।"

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- একনেক সভা

"সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি ক্রয়ের বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা"

- পাবিলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮
- বিধি ৭৬(১)(ছ)

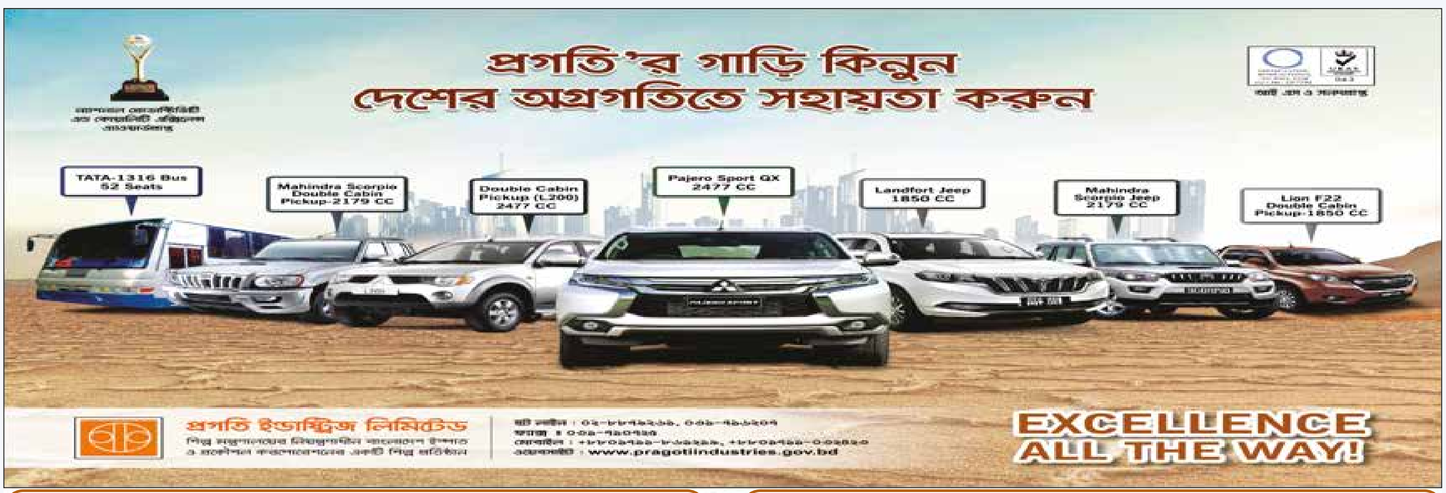

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।

ফোন ঃ ০২-৯১৪১০৭৩, ০২-৮১৮৬৪১, ০২-৮১২০৫৭৩, ০২-৯১৪০৭৯৬

ফ্যাক্স ঃ ০২-৮১৮৯৬৪২, ই-মেইল ঃ bsecheadoffice@gmail.com

info@bsec.gov.bd, ওয়েব সাইট ঃ www.bsec.gov.bd

সম্পাদনা কমিটি

জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, বিএসইসি।

জনাব মোঃ নাজমুল হক প্রধান, সচিব, বিএসইসি।

জনাব মোঃ পান্নু মোল্লা, উপ প্রধান ব্যক্তি প্রশাসন কর্মকর্তা, বিএসইসি।

জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সিস্টেম এনালিস্ট ও বিভাগীয় প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এমআইএস ও আইসিটি বিভাগ, বিএসইসি।

জনাব নাদিম হোসেন, ব্যবস্থাপক সমন্বয় ও পিএস টু চেয়ারম্যান, বিএসইসি।